নন্দীগ্রামে সিপিএম অপারেশনের নেপথ্যে
ক্ষমতার পালাবদল আলিমুদ্দিনে

লক্ষ্মী মিত্তলের এক ভাইয়ের লগ্নিতে
আসছে নতুন একটি বাংলা চ্যানেল

প্রকাশিত হয় প্রতি মাসের ১ তারিখ

সময় পরিবর্তন

ডিসেম্বর ২০০৭ • সাত টাকা

আনন্দবাজার ও
স্টার আনন্দ
রাতারাতি বুদ্ধ-
বিরোধী কেন?

টোডিদের সঙ্গে
আর একটু হলেই
জড়িয়ে
যাচ্ছিলেন সৌরভ

জমি অধিগ্রহণে জ্যোতিবাবু সফল হলেও বুদ্ধদেবের বেলায় এত গণ্ডগোল কেন?

মা'কে নিয়ে মমতার
গৃহত্যাগের আসল
কারণ ঠিক কি?

৮০ বছরের ঠাকুমাকে
বিয়ে করে গর্বিত
২৫ বছরের নাতি

'ওম শান্তি ওম'-এ আমার
অভিনয়ের ব্যাপারটা
টালিগঞ্জের অনেকেই
মেনে নিতে পারেনি

রাজা-গজা এখন আর
তাদের আসল নাম
জানাতে চায় না

আজকের যুগে বিয়ে ভেঙে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ঘটনা?

জ্যোতিষ বিচার করে, গ্রহ-নক্ষত্র মিলিয়ে দেখা শুধু সামাজিক বিয়েই নয়, ভালবাসার বিয়েও এখন খুব তুচ্ছ কারণে ভেঙে যাচ্ছে। এর জন্য কী ঘর-ভাঙা দুজন নারী-পুরুষই শুধু দায়ি না কি এই ভাঙনের উৎস থেকে যায় আমাদের এই সমাজ পরিকাঠামোয়? আজকের যুগে বিয়ে ভেঙে যাওয়াটাই কী তবে স্বাভাবিক ঘটনা? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিদের কাছে সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন শিবনাথ বিশ্বাস।

ঘর ভেঙে যাচ্ছে, খুব তুচ্ছ কারণে তছনছ হয়ে যাচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্ক। ভাল ঘর, বংশ, মেয়ের স্বভাব-চরিত্র, ছেলের চাকরি-আর্থিক সংগতি যাচাই করে, এমন কি জ্যোতিষ বিচারে গ্রহ-নক্ষত্র মিলিয়ে দেখা বিয়েও বছর না ঘুরতে ঘুরতে ভেঙে যাচ্ছে। শুধু সামাজিক বিয়েই নয়, বছর পাঁচ-সাত চুটিয়ে প্রেম করা দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্কের রঙিন উড়ান মুখ থুবড়ে পড়ছে। দু'দিন আগেও যে মানুষটাকে এক মুহূর্ত না দেখলে এক রাশ মন খারাপ ছেয়ে থাকত, বড় ব্যাকুল হয়ে উঠত দু'টো মন, কি যেন এক গ্রহ-বৈগুণ্যে দু'জন দু'জনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল।

কেন এমন হয়? কি করে পাশার দান এমন করে উল্টে যায়। যে ছিল একদিন নয়নের মণি, গলার মালা, সেই আজ চোখের বিষ, মনের জ্বালা! এর জন্য কি ঘর ভাঙা দু'জন নারী-পুরুষই শুধু দায়ি? না কি এই ভাঙনের উৎস থেকে যায় আমাদের এই সমাজ পরিকাঠামোয়? তারই প্রতিফলন ঘটছে দাম্পত্য সম্পর্কে। বিবাদমান দু'জন স্বামী-স্ত্রীকে শুধু-শুধু অভিযুক্ত করার কোনও মানে হয় না।

'সময় পরিবর্তন'-এর থিংক ট্যাঙ্কের ধারণা হল — আজ আর কোনও সম্পর্কই মজবুত নয়। পারিবারিক এবং সামাজিক সর্বস্তরে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো খুবই নড়বড়ে। বাবা-মা'র সঙ্গে সন্তানদের, ভায়ে-ভায়ে, জায়ে-জায়ে, ভাই-বোনে, প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহপাঠী, চেনা-অচেনা কারোর সঙ্গেই সম্পর্ক সুস্থ নয়, মধুর নয়। এই রকম বিচ্ছিন্ন, প্রায় সম্পর্কহীন সমাজে বেড়ে ওঠা একজন নারী এবং একজন পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সুনিবিড় হতে পারে না। তাই বোধ হয় ডিভোর্স চেয়ে কয়েক লক্ষ আবেদন পত্রের পাহাড় হয়ে ওঠে কোর্টে। ঘরে ঘরে ভাঙনের উৎসব। এই দায়হীন, সম্পর্কহীন সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক বলে আমাদের মনে হয়। আমাদের এই ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে কি?

সমাজের চারটি শ্রেণির প্রতিনিধিদের কাছে সেই অন্বেষণ করা হয়েছে। তাঁদের অভিমতের আলোয় এই সমস্যাটাকে চিনে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক, আপনি কি মনে করেন?

'আপনি যে রকম বললেন, যদি অন্যান্য সম্পর্কগুলো সত্যিই নড়বড়ে হয়ে থাকে, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, এ বিষয়ে আমি একমত। সামাজিক ভিত নড়বড়ে হলে সমস্ত সম্পর্কই ভঙ্গুর হবে। আর অস্থিরতার মধ্যে যে সম্পর্কের সূত্রপাত তা ভেঙে যেতে বাধ্য। অন্তত ভেঙে যাওয়াই উচিত' — কোনা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক খোকন নস্করের মন্তব্য। তিনি আরও জানালেন — 'তবে এই সামাজিক প্রেক্ষিতটাই কেবল নয়, ব্যক্তিগত স্তরের কতগুলো কু-প্রভাবও এই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। যেমন — স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণু মনোভাব, পারস্পরিক অশ্রদ্ধা। দাম্পত্য যদি যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে'।

'সামাজিক সম্পর্কগুলো সুনিবিড় না হলেও অথবা ভঙ্গুর হয়ে থাকা দাম্পত্য সম্পর্ক অনেক সময় শেষ করা যায় না। বিশেষত মেয়েদের পক্ষে তা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজের স্বার্থে, সন্তানের মুখ চেয়ে, বাবা-মাকে আশ্বস্থ করতে খোপার গাধার মতো অন্ত:সার শূন্য দাম্পত্যকে বহন করে চলেছে, আমাদের দেশে এমন মেয়ের সংখ্যা কয়েক কোটি বলা যেতে পারে। সুতরাং এই বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধির মূলে সামাজিক অনুপ্রেরণা কতখানি বলা অসম্ভব। হয় তো অতৃপ্ত দম্পতিরা অন্য কারোর মধ্যে সুখ খুঁজে নিতে চায় বলেই এই ভাঙন' — গৃহবধূ সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়ের অনুভবি মন্তব্য।

লেখক অমর মিত্র মনে করেন — 'বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াটাই এযুগে স্বাভাবিক, কারণ মানবিক স্তরে বিপর্যয় ঘটে গেছে। মানুষের স্বার্থপরতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, নিজেকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না। ফলে স্ত্রী বা

স্বামীকেও আপন ভাবা সম্ভব হচ্ছে না। মানিয়ে নেবার ক্ষমতা কমেছে, অন্য দিকে কেরিয়ার সচেতনতা বেড়েছে। পুরুষের প্রভুত্ব আর নারীর আত্ম-সচেতনতার সংঘাতে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে'।

'সম্পর্কের কথাটাই যখন উঠল, তখন সম্পর্কটা যে কী, আগে বুঝে নেওয়া দরকার' — কাউন্সেলর এবং সাইকোথেরাপিস্ট দীপা তলাপাত্র মনোবিদ্যা শাস্ত্রে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। দীপা বলছিলেন — 'আমি বলি প্রেম নেই, আছে শুধু প্রয়োজন। যদি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে — ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। যেখানে চাহিদা অনুযায়ী জোগান আছে সে সম্পর্ক সুনিবিড়। চাহিদা — আর্থিক, মানসিক, শারীরিক নানা রকম হতে পারে। যে বাবা-মা সন্তানের চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেন, সেখানে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ভাল। পরবর্তীকালে ছেলে যখন বাবার ভার বহন করতে পারে, সেখানেও বাপ-ছেলের সম্পর্ক ভাল। যখন পারে না, তখন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিষময় হয়ে ওঠে। এমন কি দু'জন দু'জনের মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করতে দেখেছি। যদি বাপ-ছেলের সম্পর্ক এ'রকম হয়, তবে দুটো ভিন্ন পরিবার থেকে আসা দু'জন নর-নারীর সম্পর্কও এই রীতি অনুযায়ী ভাল অথবা খারাপ হতে বাধ্য। একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে সেবা, শরীর এবং সম্মান চায়, একজন নারীও সে রকম তাঁর স্বামীর কাছ থেকে স্বচ্ছলতা, শরীর এবং নিরাপত্তা চায়। উভয়ের চাহিদা যদি উভয়ে পূরণ করে দিতে পারে তবে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে। আবার এমনও হতে পারে, চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে না, কিন্তু উভয়েই মেনে নিতে পারছে, সে ক্ষেত্রে সম্পর্ক ঠিক থাকবে। না হলে ভাঙন অনিবার্য'।

একটি মাসিক পত্রিকায় 'মনের কথা কই' বিভাগে টানা তিন বছর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে লিখে চলা দীপাদেবী আরও জানালেন—

'এমনিতে পারিবারিক এবং সামাজিক সর্বস্তরে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো নড়বড়ে হবার কথা নয়। যদি কোনও মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ঘটে, তাহলে সে আর কোনও সম্পর্কেই সাড়া দিতে পারে না। তার কাছে তখন ভাই, বোন, বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী, স্বামী অথবা স্ত্রী সবাই অর্থহীন। কিন্তু একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকৃতি সহজে হবার কথা নয়। কতকগুলো পর্যায় অবনমিত হয়ে সে এই জায়গায় পৌঁছায়। এর প্রথম পর্যায় হল — (১) ট্রেস। বাইরের কতকগুলো পীড়ন মানসিক চাপ সৃষ্টি করাকে ট্রেস বলে। এই বাহ্যিক পীড়নের হাত ধরে আসে (২) অবসাদ, অবসাদের পর (৩) হতাশা, হতাশা থেকে (৪) মানসিক বিশৃঙ্খলা এবং সব শেষে (৫) মানসিক রোগী হয়ে পড়ে। এই রকম মানসিক রোগীর পক্ষে কোনও কিছুতেই ঠিক ঠাক সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল, মানুষ এরকম জায়গায় পৌঁছায় কখন? যখন তার মনের কথা শোনার মতো একজনও কেউ থাকে না, যখন কোনও মানুষের ফ্রেন্ড-ফিলোজফার- অ্যান্ড গাইড-এর অভাব হয়। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনে, মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতায় মানুষ এখন নি:সঙ্গ। তার কথা শোনার মতো আশে পাশে কেউ নেই, তাকে দিশা দেখানোর মতো কোনও সঙ্গী নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে কোনও সম্পর্কেই সাড়া দিতে পারছে না। বৈবাহিক সম্পর্কে এর ছায়া পড়তে বাধ্য'।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা এক সন্তান নীতির ফলে একা একা বড় হওয়া কোনও ছেলে-মেয়ের পক্ষে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কি অসুবিধাজনক?

'কেন নয়? এক সন্তান হলে দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরবে এমন সহজ সমীকরণের পিছনে আবেগ থাকলেও, যুক্তি নেই', খোকন নস্করের জোরাল মতামত। 'আসলে এটা নির্ভর করে ছেলেটি বা মেয়েটি কেমন করে বড় হচ্ছে, তার ওপরে। ক্ষেত্র বিশেষে বদলে যাবে। এক সন্তান অথচ জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো অন্যান্য ভাই-বোনের সঙ্গে বেড়ে ওঠা ছেলে অথবা মেয়ের মানসিকতা এক রকম হবে। আবার চাকরিজীবী ইউনিট পরিবারের বাবা-মায়ের এক সন্তানের মানসিকতা অন্য রকম হতে বাধ্য। এক সন্তান নয়, তার বেড়ে ওঠার পদ্ধতিটাই এখানে সব চেয়ে জরুরি', খোকনবাবুর সংযোজন।

সুদীপ্তাদেবী মনে করেন — 'এই রকম একা একা বড় হওয়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতেই পারে। ছোট থেকে একা থাকার ফলে মিলে মিশে থাকার যে মানসিকতা এবং আনন্দ তা থেকে সে বঞ্চিত। অন্য কোনও নারী বা পুরুষের সঙ্গে হঠাৎ করে ভাগাভাগিতে তার মানসিক অসুবিধা হওয়া বিচিত্র নয়। সাধারণত এ রকম ছেলে-মেয়েরা একটু অনুদার, হিংসুটে বা একলাসেরে হয়। আবার উল্টোটাও হতে পারে, আশৈশব একা একা থাকার ফলে তাদের মনে যে সঙ্গ পাবার তৃষ্ণা থাকে, কাউকে পেয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায়। কার ক্ষেত্রে কী কাজ করবে, নিশ্চিত করে বলা যায় না'।

অমর মিত্র বললেন — 'এ রকম ছেলে- মেয়েরা ভীষণ স্বার্থপর হয়। দু'জন স্বার্থপর মানুষের মধ্যে মিলন অসম্ভব। এরা নিজের খাবার, পরিসর ভাগ করে নিতে শেখেনি। সেই মন, সেই অভ্যাসই গড়ে ওঠেনি। একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এই মিল্লে-মিশে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি দক্ষ। একা একা বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক ভাবেই এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে'।

'একা একা বড় হওয়া ছেলে বা মেয়েরাই দাম্পত্যে অনুপযোগী হবে, এর কোনও মানে নেই। কেন না প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন এবং অনন্য। ফলে একই রকম পরিস্থিতিতে এক একজন, এক এক রকম ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। একা বড় হওয়াটা কোনও ডিসক্রেডিট হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিচার্য হল, একা বড় হওয়া ছেলে বা মেয়েটির — (১) শিক্ষা, (২) পরিবেশ এবং (৩) বংশ ধারা। মা-বাবা তার একটি মাত্র সন্তানকে কোন শিক্ষায় মানুষ করছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চোখের সামনে কী দেখতে পাই। যদি কোনও বাচ্চাদের স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান তবে দেখবেন, মায়েরা তাদের সন্তানকে বলছেন — এই তোর খাতা দেখাবি না, বই দিবি না, টিফিন-জল নিজে খাবি, কাউকে দিবি না। স্বার্থপরতার এই পাঠশালা থেকে বড় হওয়া একটা ছেলে বা মেয়ের পক্ষে দাম্পত্য কেন, কোনও সম্পর্কই সুস্থভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আসলে ছোট থেকেই ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধ গড়ে দিতে হবে। তার দায়িত্ব, কর্তব্যগুলো সম্পর্কে সচেতন করে দিতে হবে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যেমন — সব ধরনের কাজ শেখা। সমাজ রীতি অনুসারে যেহেতু মেয়েদের শ্বশুর বাড়ি ঘরকন্না করতে যেতে হয়। প্রত্যেক মা-বাবাই বিশেষ করে স্বচ্ছল পরিবারে মেয়েকে বেশি কাজ করতে দেয় না। যতটা পারা যায় মেয়েকে যত্নে, আরামে রাখেন। আর এই রকম আদুরে মেয়েরা যখন শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে পড়ে, হঠাৎ অনেক কাজের দায়িত্ব কাঁধে চাপায় সে দিশাহারা হয়ে যায়। আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল, বউ আসা মানেই তার ঘাড়ে সব কাজ চাপিয়ে দাও। একটা নতুন পরিবেশে, কতকগুলো নতুন মানুষের সঙ্গে, কতগুলো নতুন কর্মধারার সঙ্গে মানিয়ে নেবার সুযোগও তার থাকে না। এই ট্রেস বা বাইরের পীড়ন অন্তরে ক্ষোভের জন্ম দেয়। আর এই অবদমিত যন্ত্রণারই প্রভাব পড়ে দাম্পত্য সম্পর্কে'। এক টানা কথাগুলো বললেন দীপা তলাপাত্র।

বিবাহ বিচ্ছেদের বৃদ্ধি কি নারী মুক্তির ফসল?

'না, নারী মুক্তির ধারণা সমাজে ভুল অর্থে প্রচলিত। মুক্তি তো মনকে প্রসারিত করে। সেই প্রসারিত মনে বিচ্ছেদের জন্ম হতে পারে না'— খোকন নস্কর এমনটাই মনে করেন।

সুদীপ্তা বললেন, 'নারী মুক্তি শব্দটাই একটা বিরাট প্রহসন। তা ছাড়া মেয়েরা নিজেরাই তো নারী মুক্তির বিরোধী। দায়হীন ভাবে মুক্ত হওয়া বা যুক্তিহীন ভাবে আবদ্ধ হওয়াটা নারীমুক্তি হতে পারে না। বিবাহ বিচ্ছেদ একটা মানসিক বা বৃহত্তর অর্থে আর্থ-সামাজিক সংকট। এর সঙ্গে নারী মুক্তির কোনও সম্বন্ধ নেই'।

নারীর স্বনির্ভরতা দাম্পত্য সম্পর্কে খানিকটা প্রভাব ফেলছে বলে অমর মিত্র মনে করেন। 'কেরিয়ার সচেতনতা এবং আত্ম-সচেতনতা বাড়ার ফলে

এখনকার অনেক মেয়ের কাছেই ঘর-সংসার সর্বাধিক গুরুত্ব পায় না। বাঁচার রসদ পেয়ে যাবার ফলে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে মেয়েরা এখন আর পিছ্ পা হন না'।

'আর্থিক স্বনির্ভরতা মেয়েদের বিকাশের পক্ষে খুব জরুরি উপাদান। তবে স্বনির্ভরতা এবং দাম্পত্য পারস্পরিক পরিপন্থী নয়। বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে তার মূলে ধৈর্যের অভাব। ভালবাসার অভাব। প্রেম শব্দটাকে আমরা যদি ভাঙি তবে তার অর্থ পাওয়া যাবে — 'মহৎ যে প্রেরণা'। সেই প্রেরণা কোথায়? বিয়ে মানে তো বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই বা কোথায়? বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরগুলোই বেশি সক্রিয়, নারী মুক্তি বা নারী স্বনির্ভরতা নয়'। — দীপা তলাপাত্রের মনোবিশ্লেষণ।

একটাই জীবন, তাই সবাই জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতে চায়। তার জন্য সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি ভাঙতেও ভয় পায় না এক শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা। এই মতাদর্শ কি দাম্পত্য আনুগত্যের পরিপন্থী?

এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন বাংলা শিক্ষক খোকন নস্কর। তাঁর মতে — 'উপভোগ করাই তো জীবন-ধর্ম হওয়া উচিত। তবে উপভোগ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এক নয়। আসলে জীবনকে যথাযথভাবে উপভোগ করতে পারি না বলেই দাম্পত্য নষ্ট হয়। বোঝাপড়া, বোঝাপড়াই মূল শর্ত'।

সুদীপ্তাদেবীও উপভোগ করাটাকে দাম্পত্য আনুগত্যের পরিপন্থী বলে মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য — 'জীবন যখন একটাই তখন উপভোগ করে নেবার সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তবে সেটা যেন রুচি সম্মত হয়, সামাজিক এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতা বজায় থাকে। জীবনকে উপভোগ করার উপায় বা পদ্ধতি ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতেই পারে। তার মানে বাঁধনহীন উচ্ছৃঙ্খলতা মোটেই নয়'।

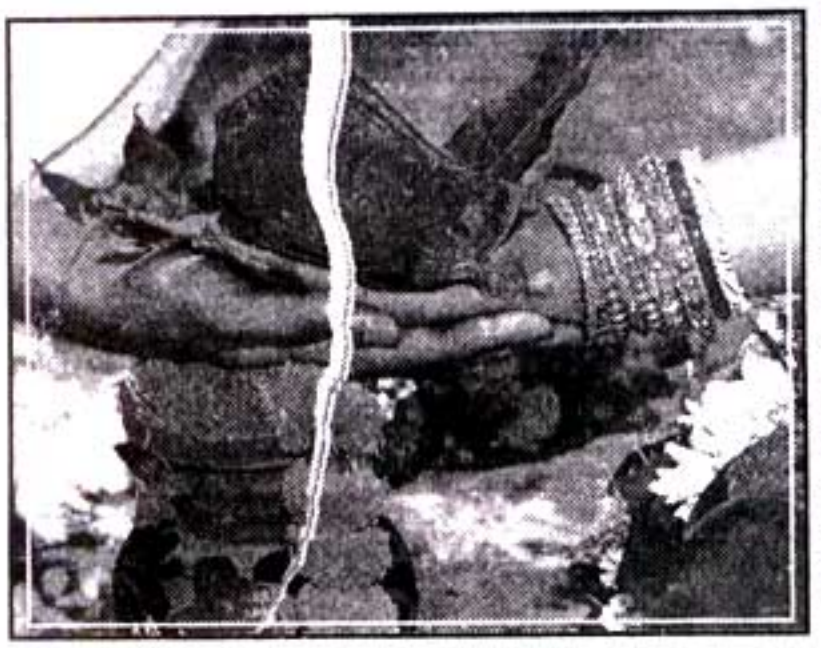

অমর মিত্র বললেন — 'এখন ভোগের উপকরণ বেড়েছে। এক শ্রেণির মানুষের হাতে মাত্রাতিরিক্ত পয়সা এসেছে। এমন পয়সা যে খরচ করার জায়গা নেই। স্বচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়েদের আজ আর কিছুই পরিশ্রম করে, কষ্ট করে অর্জন করতে হয় না। বাবা-মা লাখ লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে, ঘুষ দিয়ে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা আই টি-তে ভর্তি করে দিচ্ছেন। সেখানে এমন মোটা অংকের মাইনে যে নষ্ট করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এই রকম জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে দাম্পত্য আনুগত্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে'।

দীপা তলাপাত্র জানালেন — 'আবার বলছি, প্রত্যেকটা মানুষই ভিন্ন এবং অনন্য। তাই কোনও একটা সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই একই রকম রি-অ্যাক্ট করবে, এমন নয়। জীবনকে উপভোগ করার সময় অনেক মানুষই বে-খেয়াল হয়ে পড়েন। আবার অনেকে সব কিছুর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেন। অর্থাৎ কে কি রকমভাবে সাড়া দিচ্ছেন, এটাই বড় কথা। তবে দাম্পত্য আনুগত্য বিঘ্নিত হবার কারণ পুরুষের ব্যক্তিত্বের অভাব। ব্যক্তিত্ব বলতে আমি একটা ইতিবাচক আচরণকে বোঝাতে চাইছি, প্রভুত্বকে নয়'।

ব্যক্তিগত জীবন নেই, ঘরের চেয়ে বাইরে সময়, মেধা এবং মনোযোগ বেশি দিতে হয়। এই আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কি সম্ভব?

'অবশ্যই সম্ভব', খোকন নস্করের প্রত্যয়ী মন্তব্য। 'আসলে এই বিভ্রমের আড়ালে অন্য একটা সত্যও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তা হল আমাদের বাপ-কাকার থেকে আমরা অনেক বেশি স্ত্রী-সন্তানকে সময় দিই। একান্নবর্তী পরিবারে বউয়ের সঙ্গে প্রেম — মানে হয় কাশি, না হয় গলা খাঁকারি। সে যুগে সরাসরি কথা বলা যেত না। সেই বিচারে ইউনিট পরিবারে আমরা ফুল টাইমার। তবু বউয়ের যে-মন পাওয়া যায় না, তার যথার্থ কোনও ব্যাখ্যা নেই, সেটা রহস্যই' — খোকনবাবুর অভিজ্ঞান।

সুদীপ্তা অবশ্য মনে করেন — 'এটা একটা বাস্তবিক সমস্যা। এখন যেহেতু লিভিং স্টাইল হাই হয়ে গেছে, অনিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি, কৃষি-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভর্তুকি তুলে দেওয়ার ফলে, রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকার বদলে বিপণনী মনোভাবের নিষ্ঠুরতায় অনেক অর্থের জোগান প্রয়োজন। তাই কেবলমাত্র স্বামীর একক রোজগারের ওপর আর নির্ভর করা যায় না। এর ফলে মেয়েদেরও আর্থিক উপার্জনে ঘর ছেড়ে বেরতে হচ্ছে। এ রকম দু'জন রোজগেরে দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হবার অনেক সম্ভাবনা থাকে। যেমন — অবিশ্বাস, অহং বোধ, ক্লান্তি, অবকাশের অভাব, পারস্পরিক অভিযোগ'।

'এটা একটা নাগরিক সমস্যা', অমর মিত্র তাঁর পরিভ্রমণের ঝাঁপি খুললেন। 'গ্রামে বা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নারী-পুরুষ সমান ভাবে বাইরে কাজ করেন, তাতে দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয় না। চাষ আবাদও করেন, আবার গাছের ছায়ায় জিরিয়েও নেন। তাতে কোনও সংঘাত নেই। এই সমস্যাটা স্বচ্ছল পরিবারে, হয় তো বা আই টি সেক্টরের নব্য দম্পতিদের', অমর মিত্রের সংযোজন।

'বাইরে বেশি সময়, মেধা এবং মনোযোগ দেবার ফলে মেয়েদের জীবনে বিপর্যয় বেশি ঘটছে' — দীপাদেবীর মন্তব্য। 'আসলে একটা রোজগেরে ছেলেকে ঘরের কাজটা করতে হয় না। কিন্তু মেয়েদের বাইরের কাজের সঙ্গে সমানভাবে ঘরের কাজও করতে হয়। ফলে মেয়েরাই বেশি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই রকম পরিস্থিতিতে ট্রেসের শিকার হয় বেশি মেয়েরা, দাম্পত্য আনুগত্যের সব শর্তগুলো তখন পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দাম্পত্যে একটা অদৃশ্য ফাটল দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়'— দীপা তলাপাত্রের আলোকপাত।

দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও অটুট রাখতে কোন বিষয়গুলো জরুরি বলে, আপনার অভিমত?

'মানিয়ে নেওয়াটা সব চেয়ে জরুরি শর্ত বলে আমি মনে করি' — খোকনবাবুর মন্তব্য। 'সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহমর্মিতা দরকার'— খোকন নস্করের সংযোজন। তিনি আরও বললেন — 'বিবাহ মানে তো বহন করা। একজন যদি আরেকজনের মনকে প্রকৃত অর্থে বহন করে, বোঝে, শ্রদ্ধা করে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে মানসিক শুশ্রূষার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে দাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সার্থক হতে পারে'।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় মনে করেন — 'দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্য শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ, রুচি সম্পন্ন, সমাজবদ্ধ, স্বনির্ভর, পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সহজ — এমন দুটি ভিন্ন লিঙ্গের সম্পূর্ণ "মানুষ" প্রয়োজন'। সুদীপ্তা মানুষ শব্দটার ওপরে সর্বাধিক জোর দিলেন।

অমর মিত্র বললেন — 'পরস্পরের দাবিকে মর্যাদা দিতে হবে। জেদ ত্যাগ করা দরকার। পরস্পরকে পরিসর দিতে হবে। একটা সুরুচি সম্পন্ন পরিমণ্ডল গড়ে তোলা চাই। এগুলো পালন করা গেলে দাম্পত্য সম্পর্ক সুন্দর হয়ে উঠবে'।

দীপা তলাপাত্র কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। নিচে সেগুলো সাজিয়ে দেওয়া হল।

১। অধিকারের লড়াই ছেড়ে দিতে হবে।
২। তর্ক করে জেতা যায় না, সুতরাং তর্ক নয়।
৩। পরস্পরকে বোঝা দরকার।
৪। শ্রদ্ধা ছাড়া কোনও সম্পর্ক দাঁড়াতে পারে না।
৫। আচরণে নমনীয়তা দরকার।
৬। এমন সহজ হয়ে উঠতে হবে যে, যে কোনও সমস্যার কথা উপস্থাপন করা যায় যেন।
৭। ধৈর্য চাই।
৮। সময়ানুবর্তী হতে হবে।
৯। উষ্ণ ব্যবহার আবশ্যক।
১০। সততার কোনও বিকল্প নেই।